তফসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

১। **সংজ্ঞা**। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) ''আইন'' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬; এবং

(খ) ''কর্তৃপক্ষ'' , ''অধ্যাপক'', ''সহযোগী অধ্যাপক'', ''সহকারী অধ্যাপক'', ''প্রভাষক'', ''গবেষক'', ''কর্মকর্তা'' এবং ''কর্মচারী'' অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, গবেষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

২। **অনুষদ**। (১) কোন অনুষদ উহার ডিন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(2) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

(ক) ডিন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ;

(গ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক;

(ঘ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক যাহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অনুষদের এক বা একাধি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ২ (দুই) জন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনা চাকরিতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(3) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা;

(খ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। **পাঠক্রম কমিটি**। (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে।

(2) বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠক্রম কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(3) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের নিচে নয় এমন ১ (এক) জন শিক্ষক; এবং

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য।

(4) পাঠক্রম কমিটি পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(5) পাঠক্রম কমিটি বিভাগের বিষয়সমূহ পরীক্ষার জন্য অনুষদের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করিবে।

(6) পাঠক্রম কমিটির মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত সদস্যগণের মনোনয়নের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহারা তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন।

(7) পাঠক্রম কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করা;

(খ) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করা;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটির গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের গবেষণা থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৪। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির দায়িত্ব** । পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতদ্সম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;

(গ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

৫। **বাছাই কমিটি**। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো- ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন);

(ঘ) অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান; এবং

(চ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন (যদি তিনি অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন হন)।

(2) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশিস্নষ্ট বিষয়ে ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১(এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(চ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন; এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান (যদি তিনি অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন হন)।

(3) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অধ্যাপক;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের ১ (এক) জন সদস্য,যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(ছ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন ১ (এক) জন কর্মকর্তা; এবং

(ঝ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ।

(4) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে; যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অধ্যাপক;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার ১ (এক) জন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি; এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান।

(5) কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য;

(ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর প্রধান।

(6) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(7) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দান করিবে।

(8) কোন বাছাই কমিটির সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত কমিটি কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(9) বাছাই কমিটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিদ্বান (Scholar) ব্যক্তিকে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শর্ত সাপেক্ষে, অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে এবং সিন্ডিকেট তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে।

(10) সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণত অনূর্ধ্ব ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **প্রক্টর।** - (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক কিংবা ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য ১ (এক) জন প্রক্টর এবং প্রয়োজনে, সহযোগী অধ্যাপক কিংবা সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের, যদি থাকে, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম যাহাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর এক বা একাধিক খণ্ড-কালীন শিক্ষক অথবা ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগ করিতে পারিবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, বিদেশে কর্মরত বা অধ্যয়নরত বাংলাদেশী নাগরিকদের, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, শিক্ষক হিসাবে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(2) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ-

(ক) বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, ব্যবহারিক ও গবেষণা সংক্রান্ত পাঠ, আলোচনা, সেমিনার, হাতে-কলমে প্রদর্শন ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিবেন;

(খ) গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(গ) শিক্ষার্থীদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবেন, তাহাদিগকে পথনির্দেশ দিবেন এবং তাহাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শদান ও তাহাদের পাঠক্রম ও পাঠক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলির তত্ত্বাবধান করিবেন;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উহার অনুষদ ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক সংস্থার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে, পরীক্ষার মান নির্ধারণে ও পরিচালনায়, পরীক্ষার উত্তরপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়নে এবং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, অন্যান্য শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সংগঠনে কর্তৃপক্ষসমূহকে সহায়তা করিবেন;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক খন্ডকালীন বা পূর্ণকালীন অন্য কোন পেশা গ্রহণ বা চাকরি করিতে পারিবেন না;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর Research Testing Consultancy(RTI) গঠন করিতে পারিবেন; এবং

(ছ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদন ও পালন করিবেন।

(3) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৮। **অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্তব্য ।** আইনের ধারা ৯ এ বর্ণিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক ন্যস্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

৯। **শিক্ষার্থীনিবাস।** (১) শিক্ষকদের মধ্য হইতে শিক্ষার্থীনিবাসের প্রভোস্ট ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীনিবাসসমূহের নামকরণ করিবে।

১০। **সম্মানসূচক ডিগ্রি ।** কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হইবে।

১১। **শিক্ষাক্রম ।** আইনের বিধান অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১২। **উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটি।** উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটি গঠন, ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **সভার কোরাম।** অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষ, কমিটি বা সংস্থার সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, কমিটি বা সংস্থার সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

১৪। **অবসর।** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও গবেষক ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(2) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(3) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা যদি শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন তবে তাহার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **আনুতোষিক**। কোন শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু ১০ (দশ) বৎসরের কম চাকরি করিবার পর চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় অবসর বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে, তিনি যত বৎসরের চাকরি করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাহার সর্বশেষ গৃহীত বা প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের হার অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

১৬। **অবসর ভাতা**। কোন শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর চাকরি করিবার পর অবসর গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় অবসর বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

১৭। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।** (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য নিজ অর্থে একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ অর্থে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **সংবিধির ব্যাখ্যা।** এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।